Contents

মানবিক মূল্যবোধ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

Contents

মানবিক মূল্যবোধ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রকাশকের নিবেদন	০৪
ভূমিকা	০৫
মূল্যবোধ বৃদ্ধির জন্য করণীয়	১১
১. আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী সহ তাঁকে চেনা	১১
২. দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা	১৯
৩. আল্লাহ্র সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করা	২১
৪. কুরআন অনুধাবন করা	২৩
৫. বেশী বেশী আল্লাহকে স্মরণ করা	২৬
৬. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসাকে নিজের উপরে স্থান দেওয়া	২৮
৭. যিকরের মজলিস সমূহে বসা ও তার প্রতি আকৃষ্ট থাকা	৩২
৮. আখেরাত পিয়াসী সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকা	৩৬
৯. পাপ হ'তে দূরে থাকা ও তওবা-ইস্তেগফার করা	৩৮
১০. বেশী বেশী নফল ইবাদত ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করা	৪৩
১১. সর্বদা ঈমান তাযা করা	৪৭
১২. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা	৪৯
১৩. কবর যিয়ারত করা	৫১
১৪. বিগত নবীগণের জীবনেতিহাস পাঠ করা	৫২
১৫. রাসূল চরিত বেশী বেশী পাঠ করা	৫৩

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন (كلمة الناشر)

আল্লাহ মানুষকে সর্বোত্তম মানবিক মূল্যবোধ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। যা তাকে পশুর মূল্যেবোধ থেকে পৃথক করেছে। কিন্তু মানুষের এই মূল্যবোধ সর্বদা উঠানামা করে। সেকারণ সে কখনো কখনো পশুর চাইতে নিম্নস্তরে নেমে যায়। ফলে তার মাধ্যমে সমাজ বিপর্যস্ত হয় ও জীবন অশান্তিময় হয়। এক্ষণে এই মূল্যবোধ কিভাবে সদা জাগ্রত থাকে এবং যেকোন পরিবেশে দৃঢ় থাকে, সে বিষয়ে নির্দেশনা দিয়ে **মাসিক আত-তাহরীক** *(২০ তম বর্ষ /১১-১২ সংখ্যা আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৭)*-এর দরসে কুরআন-এর নিয়মিত কলামে মাননীয় লেখকের একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। নিবন্ধটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে আমরা সম্মানিত লেখকের মাধ্যমে তা পরিমার্জিত করে বই আকারে প্রকাশ করলাম। খোলা মনে পাঠ করলে এর মাধ্যমে আল্লাহ্র রহমতে অনেকের মানবিক মূল্যবোধ উচ্চকিত হবে বলে আশা করি।

আল্লাহ মাননীয় লেখক এবং তাঁর পিতা-মাতা ও পরিবারবর্গকে ইহকালে ও পরকালে সর্বোত্তম জাযা দান করুন- আমীন!

বিনীত
-প্রকাশক

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام علي من لا نبي بعده، أما بعد :

ভূমিকা

দেহ ও আত্মার সমন্বিত চাহিদার নিয়ন্ত্রিত স্ফুরণকে মূল্যবোধ (Value) বলা হয়। মানুষ ও জীব জগতের কল্যাণ সাধনের মধ্যেই তা প্রতিফলিত হয়। এই কল্যাণ সাধনের মাত্রার উপর মূল্যবোধের মাত্রা নির্ভর করে। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্য' *(ছহীহাহ হা/৪৫)*। যে কাজে জীব জগতের কল্যাণ নেই, তা মূল্যবোধের বিরোধী এবং তা অগ্রাহ্য। মানুষের মূল্যবোধের সুষ্ঠু বিকাশ ও সমাজের যথার্থ অগ্রগতির জন্যই ধর্মের সৃষ্টি। যা ধারণ করে মানুষ বেঁচে থাকে। সেকারণ পৃথিবীতে আদমকে প্রেরণের সাথে সাথে আল্লাহ তাঁর হেদায়াত প্রেরণ করেন *(বাক্বারাহ ২/৩৮)*। যেটাই হ'ল প্রকৃত ধর্ম। যা নিখুঁৎ। কিন্তু পরে মানুষ হঠকারিতা বশে এ থেকে দূরে সরে যায় *(বাক্বারাহ ২/২১৩)* এবং নিজেরা ধর্মের নাম দিয়ে বহু রীতি-নীতি চালু করে। যেখানে থাকে স্বেচ্ছাচারিতার নানা সুযোগ। সেকারণ মন্দপ্রবণ মানসিকতা সেটিকে লুফে নিতে প্রলুব্ধ হয়। কিন্তু আল্লাহ প্রেরিত ধর্মে স্বেচ্ছাচারিতার কোন সুযোগ থাকে না। ফলে মানুষ সেটাকে প্রশংসা করলেও তাকে গ্রহণে আগ্রহী হয় না। বরং আতংকিত হয় একারণে যে, এখানে অন্যায় ও দুর্নীতির কোন সুযোগ পাওয়া যায় না। অথচ যে সমাজে মূল্যবোধ যত বেশী নিরাপদ হবে, সে সমাজে তত বেশী শান্তি ও সুখ নিশ্চিত হবে। এমন অবস্থা হবে যে, কেউ কারু প্রতি অন্যায় হস্তক্ষেপ করবে না। কেউ কারু জান-মাল ও ইযযতের কোন ক্ষতি করবে না। বরং প্রত্যেকে হবে প্রত্যেকের জন্য রক্ষাকবচ। কারু অসাক্ষাতেও কেউ কারু অমঙ্গল চিন্তা করবে না। বরং তার কল্যাণের জন্য দো'আ করবে। যা ফেরেশতাগণ লিখে নিবেন ও ক্বিয়ামতের দিন তাকে উত্তম পুরস্কার দিবেন।[১]

১. মুসলিম হা/২৭৩৩; মিশকাত হা/২২২৮ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়।

Contents

অতএব যে মতবাদ মানুষের জৈববৃত্তিকে জীবন থেকে ছেঁটে ফেলতে চায় এবং কেবল আত্মিক উন্নতিকে অগ্রাধিকার দেয়, সেটি যেমন অগ্রাহ্য; তেমনি যে মতবাদ কেবল জৈববৃত্তিকেই অগ্রাধিকার দেয় এবং আত্মিক উন্নতিকে অস্বীকার করে, সে মতবাদ তেমনি অগ্রাহ্য। উভয়ের পূর্ণতার মধ্যেই প্রকৃত সুখ ও শান্তি নিহিত। ইসলাম সে পথেই মানুষকে আহ্বান করে। বস্তুবাদী ও জঙ্গীবাদীরা ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে তাদের ভ্রান্ত মতবাদের প্রসার ঘটাতে চায়। অন্যদিকে অধ্যাত্মবাদীরা জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতে চায়। অথচ প্রতিটিই ব্যর্থ। মানুষের হৃদয়ে টিকে থাকে কেবল সেটাই, যেটা মানুষের আত্মিক ও জৈবিক উভয় চাহিদার সমন্বয় ঘটায় এবং যেটি আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে প্রেরিত নির্ভেজাল ও নিষ্কলুষ। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ রূপে যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত মানুষকে শান্তির পথ দেখাবে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সে পথেই মানুষকে আহ্বান জানায় ও সেপথেই কর্মীদের পরিচালনা করে।

জৈবিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের অতি মূল্যায়নের জন্যই আজকের সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় ঘটেছে। অথচ মানবতার শুরু হয় অন্যের প্রয়োজন মিটানোর প্রতি মনোনিবেশ করার পর থেকেই। মানব জীবন থেকে মূল্যবোধ বিযুক্ত হ'লে মনুষ্য নামের উপযোগী কোন বৈশিষ্ট্যই আর বাকী থাকে না।

মানুষের মূল্যবোধকে অক্ষুণ্ন ও উন্নত করার জন্য এযাবৎ মনুষ্যকল্পিত যত পথ-পন্থা বের হয়েছে এবং কথিত ধর্মসমূহে যেসব নীতি ও বিধান প্রণীত হয়েছে, সে সবের উর্ধ্বে আল্লাহ প্রেরিত বিধানই সর্বোত্তম ও চূড়ান্ত। মানুষের জন্য ইসলামই হ'ল আল্লাহ্র মনোনীত একমাত্র ধর্ম *(আলে ইমরান ৩/১৯)*। এর বাইরে অন্যত্র কোন বিধান তালাশ করলে তা আল্লাহ্র নিকট কবুল হবে না এবং চূড়ান্ত বিচারে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*।

কিভাবে মাটিতে চলতে হবে, সাগরে ডুব দিতে হবে, আকাশে উড়তে হবে, মহাশূন্যে পাড়ি দিতে হবে, তা আবিষ্কার করতে মানুষ সক্ষম। কিন্তু কিভাবে সে সুখী হবে, কিভাবে তার মূল্যবোধ কার্যকর হবে, তার পথ-পন্থা আবিষ্কারে সে অক্ষম। এ কারণেই মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ মানুষের

হাতেই প্রতিনিয়ত পর্যুদস্ত হয়। বর্তমান সভ্যতার অদ্ভুত গোঁজামিল এই যে, বিশ্বশান্তির নামে বিশ্বধ্বংসের খাতে বিশ্বের অধিকাংশ মেধা ও সম্পদ ব্যয় হচ্ছে। রাষ্ট্রনেতারা মারণাস্ত্র তৈরীতে যতখানি আগ্রহী, জীবনের মূল্য নির্ধারণে ও মানুষের মূল্যবোধের উন্নয়নে ততখানি আগ্রহী নন।

ধনী রাষ্ট্রগুলি যদি 'মানুষ হত্যা খাতে'র বরাদ্দ বাতিল করে 'মানুষ রক্ষা' খাতে সেগুলি ব্যয় করত, ধনিক শ্রেণী যদি ধন সঞ্চয়ের বদলে সমাজে ধন বিস্তৃতির পরিকল্পনা নিতেন, তাহ'লে এই সবুজ পৃথিবীটা শান্তি ও সুখের আধারে পরিণত হ'ত। বস্তুতঃ যে চিন্তার মধ্যে মানবতার কল্যাণ নেই, সে চিন্তা মূল্যহীন। যে মেধা মানুষের মূল্যবোধ রক্ষায় অবদান রাখে না, সে মেধা ফলবলহীন। সাথে সাথে জ্ঞানের প্রজ্ঞাহীন ব্যবহার ও নৈতিক মূল্যবোধহীন প্রয়োগ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বারবার মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি করছে। যা যেকোন সময় সর্বব্যাপী চূড়ান্ত পরিণতি ডেকে আনতে পারে। বর্তমানে আমরা সেই ধ্বংসের কিনারে দাঁড়িয়ে আছি। কেননা বিশ্বের সেরা মারণাস্ত্র সমূহের সবচেয়ে বড় ডিপোগুলির বোতাম বর্তমানে এমন কিছু নেতার মুঠোর মধ্যে এসে গেছে, যাদের নৈতিক মূল্যবোধ বলতে গেলে শূন্যের কোঠায়। তারা খেলাচ্ছলেও যদি ঐ বোতাম টিপে দেন, তাহ'লে যেকোন সময় মহাশূন্যে ঝুলন্ত আনুমানিক ৬৬০০ বিলিয়ন টন ওযনের পৃথিবী নামক এই গ্রহটি নিশ্চিহ্ন হয়ে মহাবিশ্বে হারিয়ে যেতে পারে।

মূল্যবোধ একটা অদৃশ্য অনুভূতির নাম। যা দেখা যায় না, কিন্তু বুঝা যায়। যা পরিমাপ করা যায় তার কর্মে ও আচরণে। বিশ্বাসের জগতে পরিবর্তন এলেই কেবল মূল্যবোধে পরিবর্তন আসে। যেখানে বিজ্ঞানীদের কোন হাত নেই। কারণ তারা বস্তু নিয়ে কাজ করেন এবং সম্পূর্ণ অনুমান ও অনুমিতির মাধ্যমে অন্ধকারে পথ হাতড়িয়ে থাকেন। অন্যদিকে দার্শনিকরা আরও বেশী কল্পনাচারী। সেখানে কোন সত্য নেই, কেবলই ধারণা ছাড়া। মানুষের দেহ-মন উভয়ের যিনি স্রষ্টা। কেবল তিনিই ভাল জানেন মানুষের মানবীয় মূল্যবোধ কিসে অক্ষুণ্ন থাকবে ও কিসে তা ক্রমোন্নতি লাভ করবে।

জাহেলী আরবের প্রচলিত মূল্যবোধ সকল যুগের নষ্ট মূল্যবোধ সমূহের প্রতিনিধিত্ব করে। যা অগ্নিকুণ্ডের কিনারে পৌঁছে গিয়েছিল *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*। যা পরিবর্তনের জন্য ছাহাবী বেষ্টিত ভরা মজলিসে জিব্রীলকে

Contents

মনুষ্যবেশে পাঠিয়ে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আল্লাহ যে শিক্ষা দান করেছিলেন, সেটাকেই আমরা পতিত মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবনের ভিত্তি রূপে গ্রহণ করতে পারি। যে মূল্যবোধকে ধারণ করে পরবর্তীতে মুসলমানরা বিশ্ব নেতৃত্বের আসন অলংকৃত করেছিল। সেগুলি ছিল মোট ছয়টি : আল্লাহ্র উপরে বিশ্বাস, ফেরেশতাগণের উপর বিশ্বাস, আল্লাহ্র কিতাব সমূহের উপর বিশ্বাস, তাঁর রাসূলগণের উপর বিশ্বাস, বিচার দিবসের উপর বিশ্বাস এবং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস।[২] যেগুলিকে এক কথায় 'ঈমান' বলা হয়। যাদের মধ্যে এই ঈমান বা বিশ্বাস যত স্বচ্ছ ও দৃঢ়, তাদের কর্ম ও আচরণ তত সুন্দর ও স্থিত। তাদের নৈতিক মূল্যবোধ থাকে তত উন্নত। যা প্রমাণিত হয়েছে পরবর্তীতে মুসলমানদের জীবনে বিভিন্ন কর্মে ও আচরণে।

উল্লেখ্য যে, ছয়টি বিশ্বাসই আমাদের জন্য অদৃশ্য। আর অদৃশ্যে বিশ্বাসকেই ঈমান বলা হয়। দৃশ্যমান বস্তুর উপর বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই। কেননা সেটি সামনে দেখা যায়। দাদা-দাদী ও নানা-নানীকে দেখিনি। তাই বিশ্বাস করতে হয়। তাদের অস্বীকার করলে বাপ-মার অস্তিত্ব থাকবে না। অমনিভাবে আল্লাহকে দেখিনা। তাঁর সৃষ্টিকে দেখি। তাই তাঁকে বিশ্বাস করতে হয়। নইলে আমাদের অস্তিত্ব মিথ্যা হয়ে যাবে। বুকের মধ্যে আত্মা আছে। অথচ দেখিনা। কিন্তু তাকে অস্বীকার করলে আমাদের জীবনই হারিয়ে যাবে। এটাই হ'ল ঈমান। শয়নে-জাগরণে সর্বাবস্থায় আমি আল্লাহ্র সামনে আছি। এ বিশ্বাস সৃষ্টি হ'লেই মূল্যবোধ জাগ্রত হবে ও উন্নত হবে। নইলে সত্যিকার মূল্যবোধ বলে কিছুই থাকবে না। যা থাকবে, তা কেবল লোক দেখানো।

আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসকে বলা হয় 'ঈমান' এবং সে অনুযায়ী বাহ্যিক আচরণকে বলা হয় 'ইসলাম'। উভয়ের সমন্বিত প্রকাশকে বলা হয় 'ইহসান' বা 'মূল্যবোধ'। পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে যার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। একই সাথে কর্মজগতেও তারতম্য ঘটে। সেকারণ ঈমানের সংজ্ঞা হ'ল, اَلتَّصْدِيْقُ بِالْجِنَانِ وَالْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالْعَمَلُ بِالْأَرْكَانِ يَزِيْدُ بِالطَّاعَةِ

২. মুসলিম হা/৮; মিশকাত হা/২।

وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ، اَلْإِيْمَانُ هُوَ الْاَصْلُ وَالْعَمَلُ هُوَ الْفَرْعُ– 'হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম, যা আনুগত্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও গোনাহে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। বিশ্বাস হ'ল মূল এবং কর্ম হ'ল শাখা'। যা না থাকলে পূর্ণ মুমিন বা ইনসানে কামেল হওয়া যায় না। যে ব্যক্তি, পরিবার বা সমাজে ঈমানের অবস্থান যত উচ্চে, সে সমাজে মানবিক মূল্যবোধের অবস্থান তত উচ্চে।

খারেজীগণ বিশ্বাস, স্বীকৃতি ও কর্ম তিনটিকেই ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করেন। ফলে তাদের মতে কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী এবং তাদের রক্ত হালাল'। যুগে যুগে অধিকাংশ চরমপন্থী ভ্রান্ত মুসলমান এই মতের অনুসারী। পক্ষান্তরে মুরজিয়াগণ কেবল বিশ্বাস অথবা স্বীকৃতিকে ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করেন। যার কোন হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। তাদের মতে আমল ঈমানের অংশ নয়। ফলে তাদের নিকট কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন। আবুবকর (রাঃ)-এর ঈমান ও অন্যদের ঈমান সমান'। আমলের ব্যাপারে উদাসীন সকল যুগের শৈথিল্যবাদী ভ্রান্ত মুসলমানরা এই মতের অনুসারী।

খারেজী ও মুরজিয়া দুই চরমপন্থী ও শৈথিল্যবাদী মতবাদের মধ্যবর্তী হ'ল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আহলেহাদীছের ঈমান। যাদের নিকট বিশ্বাস ও স্বীকৃতি হ'ল মূল এবং কর্ম হ'ল শাখা। কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি তাদের নিকট কাফের নয় কিংবা পূর্ণ মুমিন নয়, বরং ফাসেক। সে তওবা না করে মারা গেলেও চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়। বস্তুতঃ এটাই হ'ল কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুকূলে।

এই বিশ্বাসগত পার্থক্যের কারণেই খারেজীপন্থী লোকেরা তাদের দৃষ্টিতে কবীরা গোনাহগার মুসলমানকে 'কাফের' মনে করে এবং তাদের রক্ত হালাল গণ্য করে। বর্তমানে ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের উত্থানের মূল উৎস এখানেই। স্বার্থবাদী লোকেরা জান্নাতের স্বপ্ন দেখিয়ে এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকেই উস্কে দিচ্ছে। যা ইসলামের বিশুদ্ধ আক্বীদার পরিপন্থী। প্রায় সব দেশেই শৈথিল্যবাদী মুসলমানের সংখ্যা বেশী। চরমপন্থীরা এই সুযোগটা গ্রহণ করে এবং মানুষকে নিজেদের দলে ভিড়ায়। আমরা

শৈথিল্যবাদী ও চরমপন্থী সকলকে ইসলামের চিরন্তন মধ্যপন্থী আক্বীদায় ফিরে আসার আহ্বান জানাই।

ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধির সবচেয়ে বড় দলীল হিসাবে আমরা নিম্নের আয়াতটিকে গ্রহণ করতে পারি। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ- الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ- أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ- 'মুমিন কেবল তারাই, যখন তাদের নিকট আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তর সমূহ ভয়ে কেঁপে ওঠে। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে'। 'যারা ছালাত কায়েম করে এবং তাদেরকে আমরা যে জীবিকা দান করেছি, তা থেকে খরচ করে'। 'এরাই হ'ল সত্যিকারের মুমিন। এদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে উচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রূযী' *(আনফাল ৮/২-৪)*।

অত্র আয়াতে হৃদয়ে বিশ্বাস ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বয়ে পূর্ণ ঈমানের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। প্রখ্যাত তাবেঈ হাসান বাছরী (২১-১১০ হি.)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, أَمُؤْمِنٌ أَنْتَ؟ 'আপনি কি মুমিন? তিনি বললেন, الْإِيمَانُ إِيمَانَانِ 'ঈমান দু'ভাগে বিভক্ত'। এক্ষণে যদি তুমি আমাকে ঈমানের ছয়টি স্তম্ভ সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর, তাহ'লে আমি বলব যে, فَأَنَا مُؤْمِنٌ 'আমি একজন মুমিন'। আর যদি তুমি আমাকে সূরা আনফাল ২-৪ আয়াতে বর্ণিত প্রকৃত মুমিন সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর, فَوَاللهِ مَا أَدْرِي أَنَا مِنْهُمْ أَمْ لاَ 'তাহ'লে আল্লাহ্র কসম! আমি জানি না, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত কি না'।[৩] অতএব যে সমাজে ঈমানী পরিবেশ যত উন্নত, সে সমাজে মানবিক মূল্যবোধ ও সমৃদ্ধি তত উন্নত। সুতরাং সংশ্লিষ্ট সকলের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হ'ল পরিবারে ও

৩. কাশশাফ; কুরতুবী তাফসীর সূরা আনফাল ৪ আয়াত।